দৈনিক ইনকিলাব

FEB. 01 2002
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩ ...

বেসরকারী শিক্ষকদের কল্যাণ ট্রাস্টের অর্থ প্রদান প্রসঙ্গে

বেসরকারী বিদ্যালয়ে যারা দীর্ঘদিন ৬০ বছর বয়সকাল অতিক্রান্ত করে ইন্তেকাল করেছেন অথবা অসুস্থ অবস্থায় মানবেতর জীবন-যাপন করছেন আমি তাদের কথা বলছি এবং আমিও তাদের একজন। দেশ ও জাতির সেবা করে আমি ১৯৯৮ সালে অবসর গ্রহণ করেছি। যখন চাকরিতে ছিলাম তখন যে টাকা পেতাম তার সাথে দু'একটা টিউশানি যোগাড় করে সংসার চালিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ ৬০ বছর বয়সসীমা অতিক্রম আমাকে হতচকিত করে, যার ফলে এখনও হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছি। আমাদের দেশে দু'রকমের শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। যারা সরকারী শিক্ষক তাদের সুযোগ-সুবিধা সরকারী কর্মচারীদের অনুরূপ। তাদের চাকরিতে পেনশন আছে, আছে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য কল্যাণ ট্রাস্ট চালু করা হলেও আজ পর্যন্ত সে টাকা আমার হাতে এসে পৌঁছায়নি। কল্যাণ ট্রাস্টের এ টাকার পানে চেয়ে চেয়ে অনেক শিক্ষক পরপারে চলে গেছেন। বিগত সরকারের ৫ বছর চাতকের ন্যায় তাকিয়েছিলাম কিন্তু টাকাতো এলো না। ঐ টাকার নাম রাখা হয়েছে কল্যাণ ট্রাস্ট- এ টাকায় কাদের কল্যাণ বয়ে আনবে আমি তা বুঝতে পারি না। আমি একজন অসুস্থ ব্যক্তি, এ টাকা দিয়ে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য কয়েকটা ট্যাবলেট বা পথ্য গ্রহণ করে আমার কল্যাণ হতো কিন্তু তাও হচ্ছে না। যা হোক, বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, কল্যাণ ট্রাস্টের কর্মকর্তা যারা আছেন তাদের কাছে আমার আবেদন, এ কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা প্রদানে বিগত সরকারের নীতি অনুসরণ না করে ত্বরিত গতিতে কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা পরিশোধ করে আপনাদের কল্যাণের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করুন।

একজন অবসরগ্রহণকারী শিক্ষক-

আব্দুল হামিদ, অম্বিকাপুর, ফরিদপুর।